দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 31 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

প্রশ্নফাঁসে প্রশ্নবিদ্ধ শিক্ষা

◆ নিজামুল হক

> প্রশ্ন ফাঁসের মাধ্যমে শিশু শিক্ষার্থীদের মনে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মেধাহীন হয়ে পড়বে। এসব ফেসবুক পেজ ও গ্রুপে ভুয়া প্রশ্ন দিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গেও এক ধরনের তামাশাও করা হচ্ছে

২০১৭ সালে 'পরীক্ষা' এবং 'প্রশ্ন ফাঁস' যেন জোট বেঁধেছিল। যেখানেই পরীক্ষা সেখানেই প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। এতে ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের উদ্বেগ বেড়েছে। তারা বলছেন, যদি এভাবেই পরীক্ষার আগে প্রশ্ন ফাঁস হয় তাহলে এত আয়োজন করে পরীক্ষা নেয়ার প্রয়োজনই বা কেন? দেশে ২০১২ সালে 'প্রশ্ন ফাঁস' দেশব্যাপী পরিচিতি পায়। ওই বছর বিচ্ছিন্ন ভাবে কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রশ্নফাঁসের বিষয়টি আলোচনা হয়। এরপর ধারাবাহিকভাবে প্রশ্নফাঁসের পরিধি বাড়ে।

গত কয়েকবছর ধরে উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলেও এবার এতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণির মতো শিশুদের পরীক্ষায়ও প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে এবার। শুধু পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায়ও। আর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস এখন নতুন কিছু নয়।

প্রশ্ন ফাঁস রোধে বিভিন্ন দপ্তর থেকে একাধিক সুপারিশ এলেও সেগুলো বাস্তবায়ন না করাকে অনেকে দায়ী করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ভুল পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে। প্রশ্ন ফাঁস বন্ধে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর ব্যর্থতা আর চলমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরক্ত অভিভাবকরা। চলতি বছর অনুষ্ঠিত এসএসসি, এইচএসসি, সম্প্রতি শেষ হওয়া জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) এবং চলমান প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। অনেক অভিভাবক প্রশ্ন ফাঁসের প্রমাণও দেখিয়েছেন।

নভেম্বরে দেশের বিভিন্ন স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকের অভ্যন্তরীণ এসব পরীক্ষায়ও প্রশ্ন ফাঁস হয়। একই কারণে মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার সবগুলো স্কুলের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। পরীক্ষার একদিন আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির বাংলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে অভিযোগ উঠে। এ পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক পরীক্ষা স্থগিতের এই নির্দেশ দেন। এবার প্রাথমিক সমপানীতে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের পরীক্ষা শুরুর আগের রাত থেকে ফেসবুকসহ বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে 'প্রশ্ন' ছড়িয়ে পড়ে। পরীক্ষা শেষে পাওয়া মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায় ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত মিল রয়েছে আগে পাওয়া প্রশ্নের সঙ্গে। শুধু তাই নয়, এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নও ফাঁস হয়। ফাঁস হয় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নও। সকল পরীক্ষার 'প্রশ্নপত্র ফাঁসের সমাহার', পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি প্রশ্ন সাজেশন, জেএসসি কোশ্চেন পেপার ২০১৭, জেএসসি কোশ্চেন আউট ২০১৭ অল বোর্ড, অল এক্সাম কোশ্চেন রকি ভাই, জেএসসি এক্সাম কোশ্চেন ২০১৭ এরকম অসংখ্য নামে পেইজ খুলে সেগুলোতে পরীক্ষার আগের রাত থেকেই নিশ্চিত প্রশ্ন দেয়ার কথা বলা হয়।

অভিভাবকরা বলছেন, প্রশ্ন ফাঁসের মাধ্যমে শিশু শিক্ষার্থীদের মনে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মেধাহীন হয়ে পড়বে। এসব ফেসবুক পেজ ও গ্রুপে ভুয়া প্রশ্ন দিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গেও এক ধরনের তামাশাও করা হচ্ছে।